দৈনিক বাংলা

১০১

তারিখ 30 MAY 1994

পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

শিক্ষা ঃ জিয়ার চোখে

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য কি ধরনের শিক্ষা নীতি হওয়া প্রয়োজন? এ সম্পর্কে ১৯৭৮ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম জাতীয় শিক্ষা ওয়ার্কশপ। এই ওয়ার্কশপে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মতামতের ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ। সকাল থেকে শুরু হয়ে ওয়ার্কশপে শিক্ষার ওপর আলোচনা হয়েছে একটানা দশ ঘন্টা। এই ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। শুধু উদ্বোধন নয়। ওয়ার্কশপে উপস্থিত থেকে তিনি বক্তাদের আলোচনার নোট নিয়েছেন। ওয়ার্কশপে আলোচনার শেষে জিয়াউর রহমান সমগ্র বক্তব্যের আলোকে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা–ভাবনা তুলে ধরেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া বাংলাদেশের জন্য উপযোগী কি ধরনের শিক্ষা চাইতেন, তাঁর সেই বক্তব্য থেকেই তা উপলব্ধি করা যায়। তাঁর সেই চিন্তা–ভাবনার কিছু অংশঃ

"আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি কেবল কিছু বক্তৃতা বা মতামত শুনতে নয়। একত্রিত হয়েছি কিছু সমস্যার সমাধান করতে, যে সমস্যা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যা। আপনারা যদি ইতিহাস দেখেন, গত দুশো বছরের ইতিহাস তাহলে বুঝতে পারবেন, শিক্ষার ব্যাপারটি পলিসি হিসাবে এমন অবস্থায় আনা হয়েছিল, এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে আমাদের দেশের জনসাধারণ কেবল নিরক্ষরই নয়, বরং মূর্খ হয়ে থাকে। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে যে কোনো ক্ষেত্রে অথবা সার্বিক ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উন্নতি সাধন করতে হলে শিক্ষার ঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং শিক্ষাকে তার নিজ জায়গা দিতে হবে।

আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হাসিল করতে হলে দেশের জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। কারণ দেশের উন্নতি মানে প্রকৃতপক্ষে জনগণের উন্নতি সাধন এবং এটি জনগণের মাধ্যমেই করতে হবে। আর জনগণকে জনশক্তিতে পরিণত করতে হলে, তাদের সংগঠিত করে কাজে লাগাতে হলে চাই শিক্ষা। জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের জন্য, উন্নয়ন সাধনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সব বিষয় যে সব বিষয় প্রাধান্য থাকতে হবে, সেগুলো হলো বাস্তব বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষা, টেক-নোলজি, কৃষিবিদ্যা এবং একাধিক ভাষা। আমাদের যে লক্ষ্যগুলো খাদ্য, শিক্ষা, শিল্প, পল্লী উন্নয়ন এগুলো হাসিল করতে হলে দুটি মূল শিক্ষার দরকার। কৃষি শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা। এই শিক্ষা হাসিল করতে হলে সায়েন্স এবং টেকনোলজির মাধ্যমে হাসিল করতে হবে। আবার একটা মানুষকে সার্বিকভাবে গড়তে হলে কেবল সায়েন্স এবং টেক-নোলজিই সবকিছু নয়। তাই যদি হয়, তবে সে তো মেশিন হয়ে যাবে। কৃষি শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষাকে ব্যালান্স করতে হলে মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে আসতে হবে। এজন্যে দু'টো জিনিসের প্রয়োজন। একটি হলো ধর্মীয় শিক্ষা এবং অন্যটি চরিত্র গঠন।

বিজ্ঞানের যুগে, টেকনোলজির যুগে কেবল বাংলা ভাষাতেই চলবে না। আমাদের আরো ভাষা জানতে হবে। মাতৃভাষা আমাদের প্রত্যেককে ভালোভাবে জানতে হবে এবং আরো ভাষা— এক বা একাধিক ভাষা জানতে হবে, যার যেমন প্রয়োজন হবে। অন্য ভাষা শেখা পাপ নয়। অন্য ভাষা শিখে যদি আমার দেশের লাভ হয়, তবে নিশ্চয়ই শিখবো। যদি ভাষা শিখে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে সহজে সায়েন্স, টেক-নোলজি আনতে পারি তাতে ক্ষতি কি?

আরেকটি বিষয় যতদিন না আমরা আমাদের জাতীয় সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো অর্থাৎ আমাদের যে একটা ইতিহাস আছে সেটা, ততোদিন জাতি হিসাবে আমাদের মধ্যে গৌরব আসবে না। অর্থাৎ জাতীয় গৌর[illegible] , আমি দেশী ও বিদে[illegible] বই–পুস্তক দেখেছি। [illegible] বিকৃত, সত্য নয় সে ই[illegible] আমাদের বিদ্যা হোক; বুদ্ধি[illegible] হোক, সত্যকে ঢেকে রাখতে পা[illegible]না। আমাদের জাতীয় ইতিহাস আমাদেরই লিখতে হবে। এই দেশের মাটিতে লিখতে হবে। এই দেশের মানুষকে লিখতে হবে। তবেই সেটা সত্য ইতিহাস হবে।

একটা কথা উঠেছে ইউনিভার্সেল প্রাইমারী এডুকেশন নিয়ে। এটা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করবেন। আমরা সকলেই চাই, জাতীয় জীবনে কেউ যেনো নিরক্ষর না থাকে। অনেকে বলে থাকেন, প্রাইমারী এডুকেশন কমপলসারি এবং ফ্রি হওয়া উচিত। আমারও চিন্তা একই।"

প্রেসিডেন্ট জিয়ার সেই চিন্তা–ভাবনা আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। দেশে মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষা চালু করেছেন। দেশে এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। বাজেটে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দ এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে।